

নেককার হওয়ার উপায়

শুন্দর শতাব্দির মহান ইলমী ও রহমি বালিক

শায়খ ত্বিকত আমীয়ে অহল মুক্ত

দায়্যাত ইমলমী প্রতিষ্ঠাতা ওয়ত আনুমা মাতলনা

আবু বিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াস আচাৰ কান্দী রযবী رحمته الله

এ কিতনা-কসাদের যুগে নেক কাজ করা ও গুনাহ থেকে
বাঁচার নিয়মাবলী সম্পর্কিত শরীয়ত ও তরিকতের সম্বন্ধিত সমষ্টি

৭২টি মাদাতী ইতআম্মাত

প্রশ্নবলী আকারে প্রকাশ করেছেন। এ অনুযায়ী সহজভাবে
আমল করার পদ্ধতি শেষে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত
জানার জন্য "মাকতাবাতুল মনীনা"র যে কোন শাখা হতে

"আদ্বাত প্রত্যক্ষীনা জল মাদাতী শুকনতা" সংগ্রহ করতে পারেন।



আদ্বাত প্রত্যক্ষীনা
৭২টি মাদাতী

আবু বিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াস আচাৰ কান্দী

মাকতাবাতুল মনীনা
১৩৩৩ হিজরী

মাদানী ব্যাখ্যা

মাদানী ইনআমাতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং এর উপর আমল করার সহজতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদানের জন্য তানযীমী ধারায় চারটি নিয়ম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

নিয়মাবলী

১. কিছু মাদানী ইনআমাত এমন রয়েছে, যা কয়েকটি অংশ নিয়ে গঠিত। যেমন: তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন বিশিষ্ট মাদানী ইনআম। এ মাদানী ইনআমে চারটি অংশ রয়েছে। তাই এরকম মাদানী ইনআমাতগুলোর ক্ষেত্রে অধিকাংশের উপর আমল হলে তানযীমী নিয়মানুযায়ী আমল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে। (অধিকাংশ বলতে অর্ধেকের চেয়ে বেশিকে বুঝায়। যেমন ১০০ এর মধ্যে ৫১ কে অধিকাংশ বলা হয়।)

২. কিছু মাদানী ইনআমাত এমন রয়েছে, যার উপর কোন একদিন আমল না হওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী দিন আমল করার সুযোগ থাকে। যেমন: কেউ চার পৃষ্ঠা ফয়যানে সুন্নত পাঠ, ৩১৩ বার দুর্কুদে পাক পড়া বা কানযুল ঈমান শরীফ হতে কমপক্ষে ৩ আয়াত (অনুবাদ ও তাফসীর সহ) তিলাওয়াত করা থেকে বঞ্চিত হলেন, এ অবস্থায় যতদিন আমল হয়নি অর্থাৎ শূন্যতা রয়েছে। পরবর্তী দিন সমূহে বিগত দিনের বাদ পড়া আমলগুলো হিসাব করে ততবার আমল করে নিলে আমল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে।

৩. কিছু মাদানী ইনআমাত এমন রয়েছে, যার উপর আমল করার অভ্যাস গড়তে সময়ের প্রয়োজন।

যেমন: অউহাসি দেয়া, তুই তুমি করে কথা বলা থেকে বাঁচা এবং দৃষ্টি নত রেখে চলার অভ্যাস গড়ার মাদানী ইনআমাত, এই সব মাদানী ইনআমাতের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের চেষ্টায় থাকাকালীন সময়ে আমল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে। (পরিবর্তনের চেষ্টা আছে, এটা তখনই বুঝা যাবে যখন দৈনিক কমপক্ষে ৩ বার আমল পাওয়া যাবে।)

৪. এমন কিছু মাদানী ইনআমাত রয়েছে, যার উপর বিশুদ্ধ ওজর (অর্থাৎ বাস্তবিক অপারগতা) থাকার কারণে আমল করার কোন প্রকার সুযোগ হয় না অথবা ঐ সময়ে অন্য মাদানী কাজের ব্যস্ততা থাকে।

যেমন: যিম্মাদার অন্যান্য মাদানী কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে মাদানী ইনআমাত যেমন: মাদরাসাতুল মাদীনা বালেগানে (অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসায়) অংশগ্রহণ করতে পারেননি অথবা মা বাবার মৃত্যুর কারণে কিংবা তাঁদের বসবাস ভিন্ন শহরে হওয়াতে তাঁদের হাত, চুম্বন করা থেকে এবং অশিক্ষিত হওয়ার কারণে লিখে কথাবার্তা বলা থেকে বঞ্চিত হলেন। তবুও এক্ষেত্রে তানযিমি ধারানুযায়ী আমল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে।

দৈনিক ৫০টি মাদানী ইনআমাত

১ম পর্যায়ে ১৭টি মাদানী ইনআমাত

১ আপনি কি আজ কিছু না কিছু জায়য কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিয়েছেন? এছাড়া কমপক্ষে দু'জনকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২ আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে মসজিদের ১ম সারিতে, ১ম তাকবীরের সাথে আদায় করেছেন? প্রতিবার যে কোন একজন ইসলামী ভাইকে আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৩ আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ও শোয়ার পূর্বে কমপক্ষে একবার আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - পাঠ করেছেন? এছাড়া রাতে সূরা মুলক পড়ে বা শুনে নিয়েছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৪ আপনি কি আজ কথাবার্তা, চলাফেরা, উঠা, নামা, ফোনে কথাবার্তা, মোটর সাইকেল, কার চালানো ইত্যাদি সকল প্রকারের কাজকর্ম বন্ধ রেখে আযান ও ইকামাতের উত্তর দিয়েছেন (যদি পূর্ব থেকে পানাহাররত থাকেন আর এদিকে আযান শুরু হয়ে যায় তবে পানাহার চালু রাখতে পারবেন।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৫ আপনি কি আজ নিজ (সিলসিলার) শাজরা হতে কিছু ওয়াযীফা এবং কমপক্ষে ৩১৩ বার দুরুদ শরীফ পড়ে নিয়েছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৬ আপনি কি আজ ঘর, অফিস, বাস, ট্রেন, ইত্যাদিতে আসা যাওয়ার সময় এবং গলি দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় রাস্তায় দাঁড়ানো বা বসে থাকা মুসলমানদের সালাম দিয়েছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৭ আপনি কি আজ (ঘরে ও বাইরে) প্রত্যেক ছোট ও বড় এমনকি মা (যদি নিজ সন্তান থাকে, তবে তাদেরকে এবং তাদের মাকেও) ‘তুই’ বলে নাকি ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করেছেন? প্রত্যেকের সাথে কথাবার্তা বলার সময় ‘হ্যাঁ’ করে নাকি ‘জ্বী’ বলে উত্তর দিয়েছেন? (‘আপনি’ করে বলা, এবং ‘জ্বী’ করে উত্তর দেয়াটা মার্জিত ও সঠিক উত্তর।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৮ **اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** অর্থ: আল্লাহ তাআলা যদি চান। আর হাদিস সমূহে এটা বলার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আপনি কি আজ দৃঢ় ইচ্ছা সহকারে প্রত্যেক জায়গায় কথার নিয়ন্ত্রণ করার সময় **اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** বলেছেন না বলেননি? আর কারো পক্ষ থেকে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলে অভিযোগ করার পরিবর্তে **اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা।) আর কোন নেয়ামত দেখে **اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মর্জি) বলেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৯ আপনি কি আজ সালামের উত্তর এবং হাঁচি দাতার **بِاللَّهِ الْحَمْدُ** বলার সাথে সাথে উত্তরে এতটুকু আওয়াজ সহকারে **يُرْحَمُكَ اللَّهُ** বলেছেন যে, তারা উভয়ে শুনে নিয়েছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

১০ আপনি কি আজ কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে কিছু না কিছু দাওয়াতে ইসলামীর পরিভাষা সমূহ ব্যবহার করেছেন? সাথে সাথে উচ্চারণ বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

১১ আপনি কি আজ সুন্নত অনুযায়ী বসে পর্দার উপর পর্দা সহকারে পানাহারের সময় মাটির বাসন ব্যবহার করেছেন? সাথে সাথে পেটের কুফলে মদীনা লাগানোর (অর্থাৎ ইচ্ছা এবং ক্ষুধা হতে কম খাওয়ার) চেষ্টা করেছেন কি? (সৌভাগ্যের বিষয় হবে! যদি প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ মিনিট পেটে পাথর বাঁধার সৌভাগ্য অর্জন হত!)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

১২ আপনি কি আজ ফয়যানে সুন্নত থেকে দুটো দরস (মসজিদ, ঘর, দোকান, বাজার ইত্যাদিতে যেখানে সুবিধা হয়) দিয়েছেন বা শুনেছেন? (দুটির মধ্যে একটি দরস অবশ্যই ঘরে হতে হবে।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

১৩ আপনি কি আজ (প্রাপ্ত বয়স্ক) মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছেন বা পড়িয়েছেন? এমনকি মহল্লায় মসজিদের ইশার নামাযের জামাআতের সময় হতে দু'ঘন্টায় মধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

১৪ আপনি কি আজ ১২ মিনিট মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত যে কোন 'সংশোধনমূলক কিতাব' এবং ফয়যানে সুন্নাহ হতে ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ৪ পৃষ্ঠা (দরস ব্যতিত) পড়ে বা শুনে নিয়েছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

১৫ আপনি কি আজ একাত্তর সাথে কমপক্ষে ১২ মিনিট ফিকিরে মদীনা (অর্থাৎ ১৫ নিজ আমলের হিসাব) করতে গিয়ে যেসব মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়েছে রিসালায় সেগুলোর ঘর পূরণ করেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

১৬ আপনি কি আজ কমপক্ষে একবার সালাতুল তাওবা (উত্তম এটাই যে ঘুমানোর পূর্বে) আদায় করে সারাদিনের বরং অতীতে সংঘটিত সকল গুনাহ থেকে তাওবা করেছেন? এমনকি আল্লাহ না করুন; গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে দ্রুত তাওবা করে ভবিষ্যতে ঐ গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন তো?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

১৭ আপনি কি আজ (পাষ্টিকের নয়) খেজুর পাতার চাটাইতে অথবা না থাকা অবস্থায় মাটিতে শোয়ার সময় শিয়রে (এমনকি সফরেও) সুন্নত অনুযায়ী আয়না, সুরমা, চিরুনী, সুঁই, সুতা, মিসাওয়াক, তেলের বোতল এবং কাঁচি সাথে রেখেছেন? এছাড়াও ঘুম থেকে উঠার পর বিছানা এবং শরীর থেকে খুলে রাখার পর পোশাক গুছিয়ে রেখেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৭টি মাদানী ইনআমাত

১৮ আপনি কি আজ ফজর, যোহর, আছর ও ইশার পূর্বের সুন্নতগুলো (জামাআত শুরু হওয়ার পূর্বে) আদায় করেছেন? এছাড়া ফরযগুলোর পরের নফল নামায সমূহ আদায় করেছেন? (নফল নামাযগুলো দরস ও বয়ানের পরও আদায় করতে পারবেন।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

১৯ আপনি কি আজ তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবীনের নামায আদায় করেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২০ আপনি কি আজ কমপক্ষে একবার তাহিয়্যাতুল অযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায আদায় করেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২১ আপনি কি আজ কানযুল ঈমান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত (অনুবাদ ও তাফসীর সহ) তিলাওয়াত করা বা শুনান সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২২ আপনি কি আজ কমপক্ষে দু'জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে মাদানী কাফেলা ও মাদানী ইনআমাত এবং অন্যান্য মাদানী কাজের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২৩ আপনি কি আজ দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ সমূহ (যেমন ইনফিরাদী কৌশিশ, দরস, ব্যান, মাদরাসাতুল মদীনা বালোগান (প্রশুণবয়স্কদের) ইত্যাদি) কমপক্ষে দু'ঘণ্টা ব্যয় করেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২৪ আপনি কি আজ মারকাযী মজলিসে গুরা, কাবীনা মুশাওয়ারাত এবং অন্যান্য মজলিস সমূহ যার অধীনে আপনি রয়েছেন (শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে) তাদের আনুগত্য করেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২৫ আজকে আপনি অন্যের কাছ থেকে চেয়ে কোন জিনিস (যেমন: চাদর, ফোন, গাড়ী ইত্যাদি) ব্যবহার তো করেন নি? (অপরের কাছ থেকে চাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। প্রয়োজনীয় বস্তু চিহ্নিত করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করুন।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২৬ কোন যিম্মাদার (বা সাধারণ ইসলামী ভাই) হতে যদি দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যায়, আর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, লিখিতভাবে অথবা তার সাথে সরাসরি সাক্ষাত করে (উভয় অবস্থায় বিনয়ের সাথে) তা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, নাকি আল্লাহর পানাহ শরীয়তের অনুমতি ছাড়া অন্য কারো নিকট তা প্রকাশ করে গীবতের মত কবীরা গুনাহ করে বসেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২৭ আপনি কি আজ (ঘরে এবং বাইরে) পর্দার মধ্যে পর্দা করেছেন? এছাড়া বসার সময় কিবলার দিকে মুখ করে বসার চেষ্টা করেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২৮ আজকে আপনি (ঘরে কিংবা বাইরে) কারো উপর রাগ আসা অবস্থায় চুপচাপ থেকে রাগের চিকিৎসা করেছেন, নাকি রেগে কিছু বলে উঠেছেন? এছাড়া তাকে ক্ষমা করে দিয়ে কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন নাকি बदলা নেয়ার সুযোগ খুঁজেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

২৯ আজকে আপনি কারো কাছে এমন অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলীতে জিজ্ঞাসা করেননি তো যেগুলোর মাধ্যমে মুসলমানরা অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলার মত কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়? (যেমন: অনর্থক প্রশ্ন করা, আপনার কি আমাদের খাবার পছন্দ হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৩০ আজকে আপনি না মাহরাম আত্মীয়া, (অর্থাৎ এমন মহিলা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) না মাহরাম প্রতিবেশীনী, এমনকি আল্লাহর পানাহ ভাবীর সাথে নিঃসঙ্কোচে হেসে হেসে কথাবার্তা বলার মত নাজায়য কাজতো করেন নি? তাদের সামনে আসতে সংকোচবোধ এবং তাদের সাথে শরয়ী পর্দা করেছেন তো?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৩১ আপনি কি আজ (ঘরে কিংবা বাইরে) T.V., V.C.R. বা INTERNET ইত্যাদিতে সিনেমা, নাটক ও গান বাজনা ইত্যাদি দেখা বা শুনা থেকে বেঁচেছেন? সাথে সাথে চোখের হিফাজতের অভ্যাস গড়তে ঘুমানোর সময় ব্যতীত কমপক্ষে ১২ মিনিট চোখ বন্ধ রেখেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৩২ আপনি কি আজ ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর জন্য '১৯টি মাদানী ফুল' অনুযায়ী অনুকূল অবস্থায় আমল করেছেন? ('মাদানী ফুল' রিসালার শেষে দেখুন।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৩৩ আজকে আপনি (ঘরে কিংবা বাইরে) কারো বিরুদ্ধে অপবাদতো দেননি? কারো নামতো বিকৃত করেন নি? কাউকে গালি গালাজতো দেননি? (কাউকে শূকর, গাধা, চোর, লম্বা, খাটো ইত্যাদি বলবেন না।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৩৪ আজকে আপনি অন্যের কথা নীরবে (মন দিয়ে) শুনার পরিবর্তে তার কথাকে কেটে নিজের কথাতো শুরু করে দেননি? এমনকি কথা বুঝে আসার পরও শুধু শুধু 'হ্যাঁ, জ্বী অথবা কী' ইত্যাদি বলে কিংবা হ্র বা চেহারার ইশারায় অন্যদেরকে অযথা তার কথা পুনরায় বলার কষ্টতো দেননি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

তৃতীয় পর্যায়ে ১৬টি মাদানী ইনআমাত

আপনি কি আজ 'সদায়ে মদীনা' দিয়েছেন? (দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানোকে 'সদায়ে মদীনা' বলা হয়।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

আপনি কি আজ রাস্তায় চলার সময় ও গাড়ীতে সফর করার সময় চোখের কুফলে মদীনা লাগানো অবস্থায় যথাসাধ্য দৃষ্টিকে নত রেখেছেন? এছাড়া বিনা প্রয়োজনে (ঘরে ও বাইরে) এদিক সেদিক দেখা, সাইনবোর্ড ইত্যাদির উপর দৃষ্টি দেয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

আপনি কি আজ নিজ ঘরের বারান্দা হতে (অপ্রয়োজনে) বাইরে, এমনকি অন্য কারো দরজা ইত্যাদি দিয়ে তাদের ঘরের ভিতর উঁকি মারা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

আপনি কি আজ মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, হিংসা, অহংকার এবং ওয়াদাভঙ্গ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৩৯ আপনি কি আজ যথাসম্ভব দিনের অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় ছিলেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৪০ আজকে আপনি কারো সাথে কথা বলার সময় দৃষ্টিকে নত রেখেছেন নাকি যার সাথে কথা হচ্ছে তার চেহারার দিকে দৃষ্টি দিতে থাকেন? (দৃষ্টি নিচের দিকে রাখার অভ্যাস গড়ার জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ মিনিট কুফলে মদীনার চশমা ব্যবহার করুন।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৪১ আজকে আপনি ঋণ হয়ে যাওয়া অবস্থায় (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) ঋণদাতার অনুমতি ব্যতিত ঋণ আদায়ে দেরিতো করেননি? এছাড়া কারো কাছ থেকে ধার স্বরূপ (সাময়িকভাবে) কোন জিনিস নিয়ে থাকলে তা প্রয়োজন পূরণের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৪২ আজকে আপনি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তা গোপন রেখেছেন নাকি (শরীয়তের অনুমতি ছাড়া) তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিয়েছেন? এছাড়াও কারো গোপন ভেদ (তার অনুমতি ছাড়া) অপরজনকে বলে দিয়ে খিয়ানত তো করেননি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৪৩ আপনি কি (শরীয়তের অনুমোদন ছাড়া) কোন একজন অথবা কয়েকজনের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়েছেন নাকি প্রত্যেকের সাথে একই ধরনের সম্পর্ক রেখেছেন? (ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও গ্রপিং সাধারণত সাংগঠনিক কাজের উন্নতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৪৪ আপনি কি আজ নামায ও দুআর মধ্যে খুসো ও খুযো (খুসো অর্থাৎ শরীরের বিনয়তা ও খুযো অর্থ অন্তরের বিনয়ীভাব) সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন? এমনকি দু'আর মধ্যে হাত উঠানোর আদবের প্রতি খেয়াল রেখেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৪৫ আজকে আপনি বিনয়ের এমন শব্দাবলী (যা অন্তর সমর্থন করে না) বলে কপটতা ও রিয়াকারী ইত্যাদি ভাগীদারতো হননি? যেমন এইভাবে বলল যে, আমি নগন্য, অধম ইত্যাদি। অথচ অন্তরে নিজেকে অধম মনে করেন না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

৪৬ আপনি কি আজ মুখের কুফ্লে মাদীনা লাগিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বাঁচার অভ্যাস গড়ার জন্য কিছু না কিছু ইশারায় এবং কমপক্ষে চারবার লিখে কথাবার্তা বলেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

আপনি কি আজ একাকী বা ক্যাসেট ইজতিমাতে কমপক্ষে একটি বয়ান অথবা মাদানী মুযাকারার একটি অডিও/ভিডিও ক্যাসেট বসে শুনছেন বা

৪৭

দেখেছেন কিংবা মাদানী চ্যানেলে কমপক্ষে ১ ঘন্টা ১২ মিনিটের অনুষ্ঠান দেখেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

আপনি কি আজ (ঘরে কিংবা বাইরে) হাসি তামাসা, কৌতুক, বিদ্রূপ, ভর্ৎসনা ও অন্যের মনে কষ্ট দেয়া হা হা করে হাসা থেকে

৪৮

যথাসাধ্য বাঁচার চেষ্টা করেছেন কি? (মনে রাখবেন! কোন মুসলমানের অন্তরে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

আপনি কি আজ প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও খুব কম শব্দের মধ্যে গুছিয়ে

৪৯

বলার চেষ্টা করেছেন কি? এমন কি অপ্রয়োজনীয় কথা মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় সাথে সাথে লজ্জিত হয়ে দুরূদ শরীফ পড়ে নিয়েছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

আপনার কি আজ সারাদিন (চাকুরী বা দোকান ইত্যাদিতে এমনকি ঘরের মধ্যেও) ইমামা শরীফ (এবং তৈল ব্যবহার করা অবস্থায় সারবন্দও, অর্থাৎ পাগড়ী নিচে মাথা বাধার কাপড়) বাবরী চুল, (যদি লম্বা হয়ে থাকে তবে) এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি, সুন্নত অনুযায়ী পায়ের অর্ধ গোছা পর্যন্ত (সাদা) জামা, সামনের পকেটে সুস্পষ্ট মিসওয়াক এবং টাখনুর (অর্থাৎ পায়ের ছোট গিড়ার) উপরে পায়জামা পড়ার অভ্যাস ছিল?

৫০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

কুফ্লে মদীনার কারকারদিগী মাদানী মাস.....

তারিখ	লিখে কথা-বার্তা	ইশারায় কথা-বার্তা	চেহরায় দৃষ্টি দেয়া ব্যতীত কথা-বার্তা	কুফ্লে মদীনার চশমার ব্যবহার
	কমপক্ষে ১২ বার	কমপক্ষে ১২ বার	কমপক্ষে ১২ বার	কম বেশী ১২ মিনিট
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				

তারিখ	লিখে কথা-বার্তা	ইশারায় কথা-বার্তা	চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ব্যতীত কথা-বার্তা	কুফলে মদীনা'র চশমার ব্যবহার
	কমপক্ষে ১২ বার	কমপক্ষে ১২ বার	কমপক্ষে ১২ বার	কম বেশী ১২ মিনিট
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				
২২				
২৩				
২৪				
২৫				
২৬				
২৭				
২৮				
২৯				
৩০				
মোট				

সাপ্তাহিক ৮টি মাদানী ইআমাত

৫১. আপনি কি এ সপ্তাহে ইজতিমার শুরু থেকে অংশগ্রহণ করে (যতটুকু সময় বসতে পারেন ততক্ষণ সময় পর্যন্ত) দু'জানু হয়ে বসে যথাসম্ভব দৃষ্টিকে নত রেখে, প্রতিটি বয়ান, যিকির ও দুআ এবং দাঁড়িয়ে সালাত ও সালামে অংশগ্রহণে এবং মসজিদে (হালকার সাথে তাহাজ্জুদ ফযর, ইশরাক ও চাশতের নামায আদায় করত:) সারারাত ইতিকাফ করেছেন?

৫২. আপনি কি এ সপ্তাহে ইজতিমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করা অবস্থায় নবাগত ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করে তাদের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছেন? (কমপক্ষে ৪ জনের সাথে সাক্ষাত এবং কমপক্ষে ১ জনের ঠিকানা ইত্যাদি অবশ্যই নিন। পরবর্তীতে তার সাথে যোগাযোগও রাখুন।)

৫৩. আপনি কি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একজন রোগী বা অসহায় ব্যক্তির ঘরে বা হাসপাতালে গিয়ে সুন্নত অনুযায়ী সহানুভূতি জানিয়েছেন? এবং তাকে উপহার (চাই তা মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কোন রিসালা বা লিফলেট হোক) দেয়ার সাথে সাথে তাবীযাতে আত্তারীয়া ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন কি?

৫৪. আপনি কি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেছেন?

৫৫. আপনি কি এ সপ্তাহে এমন একজন ইসলামী ভাইকে (যিনি পূর্বে মাদানী পরিবেশে ছিলেন কিন্তু এখন আসেন না) খুঁজে বের করে তাকে মাদানী পরিবেশের সাথে পুনরায় সম্পৃক্ত করার আশ্রয় চেষ্টা করেছেন? (কিন্তু যার উপর সাংগঠনিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তাকে উত্তেজিত করবেন না।)

৫৬. আপনি কি এ সপ্তাহে এলাকা ভিত্তিক মসজিদ ইজতিমাতে কমপক্ষে একজন নতুন ইসলামী ভাইকে সাথে নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন?

৫৭. আপনি কি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একজন ইসলামী ভাইকে চিঠি প্রেরণ করেছেন? (চিঠিতে মাদানী কাফেলা এবং মাদানী ইনআমাতের ব্যাপারে উৎসাহ দিন।)

৫৮. আপনি কি এ সপ্তাহে পবিত্র সোমবার দিন (বাদ পড়লে যে কোন দিন) রোযা রেখেছেন? এমনকি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন খাবারের মধ্যে জব শরীফের রুটি খেয়েছেন?

মাসিক ৬টি মাদানী ফুল

৫৯. আপনি কি এ মাসে গত মাদানী মাসের মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে নিজ যিম্মাদারকে জমা দিয়েছেন?

৬০. আপনি কি এ মাসে প্রথম সোমবার শরীফে “নিশ্চুপ শাহজাদা” নামক রিসালাটি পড়ে, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাচাঁর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ২৫ ঘণ্টার “কুফ্লে মদীনা” লাগিয়েছেন? আপনি কি এ মাসে জাদওয়াল অনুযায়ী কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছেন?

৬১. এ মাসে আপনার ইনফিরাদী কৌশিশে কমপক্ষে একজন ইসলামী ভাই মাদানী কাফিলাতে সফর করেছেন কি? এবং কমপক্ষে একজন মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করিয়েছেন কি?

৬২. আপনি কি এ মাসে কোন সুন্নী আলিম (বা মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম) কে ১১২ টাকা অথবা কমপক্ষে ১২ টাকা তুহফা হিসেবে দিয়েছেন? (অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চারা ব্যক্তিগত টাকা দিতে পারবেন না।)

৬৩. আপনি কি প্রাপ্তবয়স্কদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার জানাযার দুআ, ছয় কালিমা, ঈমানে মুফাসসাল, ঈমানে মুজমাল, তাকবীরে তাশরীক ও তালবীয়া (অর্থাৎ লাক্বায়কা) অনুবাদ সহ মুখস্থ করে নিয়েছেন? এমনকি এই মাসের প্রথম সোমবার শরীফে (বাদ পড়লে অন্য যে কোন দিন) পড়ে নিয়েছেন তো?

৬৪. আপনি কি আযান ও এরপরের দুআ, কুরআন শরীফের শেষ দশখানা সূরা, দুআয়ে কুনুত, আত্তাহিয়্যাৎ, দুর্কুদে ইবরাহীম এবং যে কোন একটি দুআয়ে মাসুরা মাখারিজের সাথে বিশুদ্ধ ভাবে আদায় করে মুখস্থ করে নিয়েছেন? এমনকি তা এই মাসের প্রথম সোমবার শরীফে (বাদ পড়লে অন্য যে কোন দিন) পড়ে নিয়েছেন কি?

বাৎসরিক ৮ টি মাদানী ফুল

৬৫. আপনি কি এ বছর কমপক্ষে একবার (আমীরে আহলে সুন্নত دائمة بركاتهم العالیہ এর) সকল মাদানী রিসালা (যা আপনার জানা আছে) পড়ে বা শুনে নিয়েছেন?

৬৬. আপনি কি এ বছর কমপক্ষে একবার মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত মাদানী ফুলের লিপলেট (যা আপনার জানা আছে) পড়ে বা শুনে নিয়েছেন?

৬৭. আপনি কি এ বছর জাদওয়াল অনুযায়ী ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছেন? (যদি একাধারে ১২ মাস মাদানী কাফিলায় সফর না করে থাকেন তবে জীবনে কমপক্ষে একবার সফরের নিয়ত করে নিন।)

৬৮. আপনি কি এ বছর কমপক্ষে একবার ইমাম গাজ্জালী رحمة الله تعالى عليه এর সর্বশেষ কিতাব মিনহাজুল আবেদীন থেকে তাওবা, ইখলাস, তাকওয়া ভয় ও আশা, আত্মস্তরিতা ও রিয়া এবং চোখ, কান, জিহ্বা, অন্তর ও পেটের হিফায়তের বর্ণনা পড়ে বা শুনে নিয়েছেন কি?

৬৯. আপনি কি এ বছর কমপক্ষে একবার 'বাহারে শরীয়ত' ৯ম খন্ড হতে ধর্মত্যাগীর বর্ণনা, ১৬তম খন্ড হতে ক্রয় বিক্রয়ের বর্ণনা, মা-বাবার হক সমূহের বর্ণনা, (যদি বিবাহিত হন, তাহলে) ৭ম খন্ড হতে মাহরামদের (অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হারাম এমন মহিলাদের) বর্ণনা ও স্বামী স্ত্রীর হক সমূহের বর্ণনা, ৮ম খন্ড হতে সন্তানদের প্রতি পালনের বর্ণনা, তালাকের বর্ণনা, যিহারের বর্ণনা এবং তালাকে কিনায়া ইত্যাদির বয়ান সমূহ পড়ে বা শুনে নিয়েছেন কি?

৭০. আপনি কি মাখারিজের সাথে হরফসমূহ বিশুদ্ধভাবে আদায় করে কমপক্ষে একবার কুরআনে পাক দেখে দেখে খতম করে নিয়েছেন? আর এ বছর পুনরায় তা পাঠ করে নিয়েছেন কি?

৭১. আপনি কি আলা হযরত رحمة الله تعالى عليه এর কিতাব তামহীদুল ঈমান ও হুস্‌সামুল হারামাইন অথবা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সোয়াল জাওয়াব ও চান্দেঁ কে বারে মে সোয়াল জাওয়াব পড়ে বা শুনে নিয়েছেন?

৭২. আপনি কি বাহারে শরীয়ত অথবা নামাযের আহকাম থেকে নিজে পড়ে বা শুনে নিজের অযু, গোসল এবং নামায বিশুদ্ধ করে শিখে কোন সুন্নী আলিম অথবা যিম্মাদার মুবাল্লিগকে শুনিয়েছেন?

রিযায়ে রব্বুল আনামকে কাম

আত্তারের দোস্ত: আমীরে আহলে সুন্নত **صَامَتْ بِرَبِّهَا نَفْسُهُ الْعَالِيَةِ** বলেনঃ যে নিম্নে প্রদত্ত ১২টি মাদানী ইনআমাতের উপর নিয়মিত আমল করবে, সে আমার দোস্ত।

(১) (অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব কাজগুলোর উপর আমল করার পাশাপাশি) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের ১ম সারিতে প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করুন। প্রতিবার কমপক্ষে একজনকে নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

(২) প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নত হতে কমপক্ষে দুটি দরস (মসজিদ, দরস, দোকান ইত্যাদি স্থানে যেকানে আপনার সুবিধা হয়) দিন অথবা শুনুন।

(৩) প্রতিদিন (প্রাপ্ত বয়স্কদের) মাদরাসাতুল মদীনায় নিজে পড়া বা অন্যকে পড়ানো সহ এলাকার মসজিদের ইশার জামাআতের সময় হতে শুরু করে দুঘন্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে যাবেন।

(৪) প্রতিদিন কমপক্ষে দুইজন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে মাদানী কাফিলা ও মাদানী ইনআমাত এবং অন্যান্য মাদানী কাজের প্রতি উৎসাহিত করুন।

(৫) দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ সমূহ (যেমন ইনফিরাদী কৌশিশ, দরস ও বয়ান মাদানী মাশওয়ারা ইত্যাদিতে) প্রতিদিন কমপক্ষে দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করুন।

(৬) প্রতিদিন ‘সদায়ে মদীনা’ দিন।

(৭) সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে রাতে ইতিকাফ ও ফজর, ইশরাক ও চাশতের নামায আদায় করণ।

(৮) সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত থাকুন। (ব্যবসায়ী এলাকায় বুধবার যোহরের নামাযের পূর্বে আর আবাসিক এলাকায় ছুটির দিন আসর হতে মাগরীব এর মধ্যকার সময়ে।)

(৯) সপ্তাহে কমপক্ষে এমন একজন ইসলামী ভাইকে (যিনি পূর্বে মাদানী পরিবেশে ছিলেন কিন্তু এখন আর আসেন না) খুঁজে বের করে তাকে পুনরায় মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করুন। (এখানে ঐ ইসলামী ভাই উদ্দেশ্য নয়, যার উপর সাংগঠনিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।)

(১০) প্রতিদিন কমপক্ষে একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারার ক্যাসেট শুনুন অথবা মাদানী চ্যানেলে কমপক্ষে ১ ঘন্টা ১২ মিনিট অনুষ্ঠান দেখুন। (আমীরে আহলে সুননত بِرَسُولِهِمُ النَّبِيِّ এর প্রতি খুবই খুশী হন।)

(১১) প্রতিদিন ফিকরে মদীনার সময় মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার মাদানী ইনআমাত মকতবে জমা করিয়ে দিন।

(১২) প্রতি মাসে জাদওয়াল অনুযায়ী কমপক্ষে ৩ দিন মাদানী কাফিলাতে সফর করুন। সারা জীবনে একটানা ১২ মাস এবং প্রতি ১২ মাসে ৩০ দিন মাদানী কাফিলাতে সফরের নিয়্যত করে নিন। (দাওয়াতে ইসলামী পরিচালিত জামেআতুল মদীনাগুলোর ছাত্ররা মজলিস কর্তৃক দেয়া জাদওয়াল অনুযায়ী সফর করুন।)

আত্তারের পিয়ারা: আমীরে আহলে সুন্নত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** বলেনঃ যে ব্যক্তি উল্লেখিত ১২টি মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার পাশাপাশি ৭২টির মধ্যে কমপক্ষে ৬৩টির উপর আর জামেআতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্ররা ৯২টির মধ্যে কমপক্ষে ৮২টি মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করবে সে আমার পিয়ারা।

আত্তারের মনযুরে নজর: আমীরে আহলে সুন্নত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** বলেন: যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত সকল কাজ সম্পাদন করে আমার দোস্ত ও পিয়ারা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করার পাশাপাশি নিন্যু দেয়া ৫টি মাদানী কাজ নিয়মিতভাবে পালন করে সে আমার মানযুরে নজর।

- (১) প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ বার লিখে কথা বলা।
- (২) প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ বার ইশারায় কথা বলা।
- (৩) প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ মিনিট কুফলে মদীনার চশমা ব্যবহার করা।
- (৪) (জরুরী কথা বলার সুযোগ হলে) প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ বার যার সাথে কথা বলবেন তার চেহারার উপর দৃষ্টি দেয়া ব্যতীত কথাবার্তা বলা।
- (৫) সপ্তাহে কমপক্ষে একটি রিসালা পড়ুন। (যে ব্যক্তি প্রতিদিন কমপক্ষে একটি রিসালা পড়ার অভ্যাস গড়ে নেয় তার প্রতি আমীরে আহলে সুন্নত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** খুব বেশী খুশী হন।)

আত্তারের মাহবুব: আমীরে আহলে সুন্নত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর দয়াপূর্ণ বাণী হচ্ছে: যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত সকল মাদানী কাজ করার সাথে সাথে

পরিপূর্ণভাবে ৭২টি এবং মাদরাসা ও জামেয়ার ছাত্ররা পরিপূর্ণ ৯২টি মাদানী ইনআমাতের উপর পূর্ণ আমলদার হবে সে আমার মাহবুব।

আত্তারের ইচ্ছা: আহ! আহ! আহ! আমার অন্তর এ বিষয়ে খুবই ভীত সন্ত্রস্ত যে, জানিনা আমার ব্যাপারে আল্লাহর গোপন ব্যবস্থাপনা কী রয়েছে! তবে আমার অন্তরের বাস্তবিক একান্ত ইচ্ছা এটাই যে, তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসিলায় যদি আমার উপর বিশেষ দয়া হয়ে যায়, তাহলে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আমার প্রত্যেক দোস্ত, পিয়ারা, মানযুরে নজর ও মাহবুবকে আমার সাথে জান্নাতুল ফিরদৌসে নিয়ে যাব।

আত্তার কার উপর অসন্তুষ্ট: যে ইসলামী ভাই শরীয়তের অনুমতি ছাড়া মানুষের সামনে মারকাযী মজলিসে শূরা, ইনতিযামী কাবিনা সমূহ এবং মজলিশ সমূহ ইত্যাদির বিরোধীতা করে সে না আমার দোস্ত, না পিয়ারা, না মনযুরে নজর আর না মাহবুব বরং আত্তারের অন্তর তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট।

আত্তারের দুআ: ইয়া আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন উপরোউল্লেখিত মাদানী কাজগুলো করে নেয়, ঐ আত্তারের দোস্ত, পিয়ারাকে এমনকি আত্তারের মনযুরে নজর ও মাহবুবকে আত্তার সহ জান্নাতুল ফিরদাওসে আপন মাদানী মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী বানিয়ে নাও।

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
মারকাযী মাজলিশে শূরা।

ঘরে “মাদানী পরিবেশ” তৈরীর ১৯টি মাদানী ফুল:

(১) ঘরে আসা যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে সালাম দিন।

(২) মা অথবা বাবাকে আসতে দেখলে সম্মানপূর্বক দাঁড়িয়ে যান।

(৩) দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী ভাই নিজ পিতার এবং ইসলামী বোনেরা আপন মায়ের হাত ও পায়ে চুমু দিন।

(৪) মা-বাবার সামনে আওয়াজকে সর্বদা নিচু রাখুন, তাদের চোখে কখনো চোখ রেখে কথা বলবেন না। দৃষ্টিকে নত রেখে তাদের সাথে কথাবার্তা বলুন।

(৫) তাদের দেয়া প্রতিটি কাজ যা শরীয়ত বিরোধী নয় দ্রুত করে ফেলুন।

(৬) গাঙ্গীর্ষতা অবলম্বন করুন। তবে তুই তুমি শব্দের ব্যবহার, কর্কশ শব্দে কথা বলা, গালি দেয়া এবং হাসি তামাশা করা, কথায় কথায় রাগ করা, খাবারের দোষ-ত্রুটি বের করা, ছোট ভাই বোনদের বকাঝকা করা, মার দেয়া, ঘরের বড়জনদের সাথে কথা কাটাকাটি করা, ঝগড়া করা তর্কবিতর্ক করা যদি আপনার স্বভাব হয়ে থাকে তবে এ ধরনের মন্দ স্বভাবগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলুন এবং প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন।

(৭) ঘরে বাইরে প্রতিটি স্থানে আপনি ভদ্র, গম্ভীর হয়ে যান, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّتْ** ঘরের অভ্যন্তরেও অবশ্যই এর বরকত দেখতে পাবেন।

(৮) মা বরং আপনার বাচ্চার মাকেও এমনকি ঘরে (ও বাইরে) একদিনের শিশুকেও আপনি বলে সম্বোধন করুন।

(৯) নিজ এলাকার মসজিদের ইশার জামাআতের সময় হতে শুরু করে দুই ঘন্টার মধ্যেই শূয়ে পড়ুন। হায়! যদি তাহাজ্জুদের নামাযের সময় চোখ দুটি খুলে যেত, আর না হয় কমপক্ষে ফযরের নামাযতো খুব সহজেই (মসজিদে প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে) আদায় করার সুযোগ হয়ে যেত। আর এভাবে কাজে কর্মেও কোন প্রকারের অলসতা আসত না।

(১০) ঘরের সদস্যদের মাঝে যদি নামাযে অলসতা, পর্দাহীনতা, সিনেমা, নাটক দেখা এবং গান বাজনা শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহের অভ্যাস থাকে আর আপনি যদি ঘরের কর্তা না হন এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি তাদের বারণ করলে তারা আপনার কথা শুনবেনা তবে বারবার তর্ক না করে সবাইকে নম্রভাবে বুঝিয়ে

মাকতাবাতুল মদীনা হতে বের হওয়া সুনতে ভরা বয়ানের অডিও/ভিডিও ক্যাসেট শুনলে, মাদানী চ্যানেল দেখলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী সুফল আসবেই।

(১১) ঘরে আপনাকে যতই বকাঝকা করুক, এমনকি যদি মারেও তবুও আপনি রাগ না করে ধৈর্যের উপর ধৈর্য ধরুন। যদি আপনি তাদের প্রতিবাদে নিজ জিহ্বাকে ব্যবহার করেন তবে মাদানী পরিবেশ তৈরীর আর কোন সম্ভাবনাই থাকল না। বরং এর বিপরীত ঘটবে যে, অধিক কঠোরতা বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় শয়তান মানুষকে খুবই রাগী বানিয়ে দেয়।

(১২) ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর এটাও একটি খুবই উত্তম মাধ্যম যে, ঘরে প্রতিদিন অবশ্যই অবশ্যই ফয়যানে সুনত হতে দরস দিন।

(১৩) আপনার পরিবারের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য খুবই আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দরবারে দুআ করতে থাকুন। কেননা রাসূলে পাক **“أَلِدُّعَاءُ سِلَاحِ الْمَوْمِنِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: **“অর্থাৎ দুআ হলো মুমিনের হাতিয়ার।”** (আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬২, হাদীস নং-১৮৫৫)

(১৪) বিবাহিতা ইসলামী বোনো যারা শাশুর বাড়ীতে থাকেন তারা শাশুর বাড়ীকে নিজ বাড়ি এবং শাশুড় শাশুড়ীকে নিজ পিতা মাতা মনে করে সম্মান করুন। যদি কোন শরয়ী বাধা না থাকে।

(১৫) মাসায়িলুল কুরআন, পৃষ্ঠা-২৯০ এর মধ্যে রয়েছে, “প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নে দেয়া দুআটি শুরু ও শেষে দুরুদ শরীফ সহকারে একবার পড়ে নিলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** সন্তান সন্ততি সুনতের অনুসারী হবে এবং ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী হবে।

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো আমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান সন্ততি হতে চক্ষু সমূহের প্রশান্তি দান করো এবং আমাদেরকে পরহেয়গারদের আদর্শ করুন। (পারা-১৯, সুরা ফোরকান, আয়াত-৭৪)

(বি:দ্র: এখানে (اللَّهُمَّ) শব্দটি কোরআনের আয়াতের অংশ নয়।)

(১৬) অবাধ্য সন্তান চাই ছোট হোক কিংবা বড় যখন ঘুমাবে তখন তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় দেয়া আয়াতটি শুরু ও শেষে একবার দুর্কদ শরীফ পড়ে শুধুমাত্র একবার এতটুকু আওয়াজে পড়ুন যেন সন্তানের ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۞ فِي كَوْثَرٍ مَّحْفُوظٍ ۞

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ বরং তা পূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন কুরআন, লওহে মাহফুযের মধ্যে। (পারা-৩, সুরা-বুরুজ, আয়াত নং-২১, ২২)

মনে রাখবেন! বয়সে বড় বা বয়স্ক ব্যক্তি যদি অবাধ্য হয়, তবে শূয়ে শূয়ে শিয়রে অযীফা পড়তে গেলে তার জেগে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত এটা তখনই হয় যখন তার ঘুম গভীর হয় না। আর এটা বুঝা খুবই কঠিন যে, শুধু চোখ বন্ধ করে আছে নাকি ঘুমিয়ে আছে। তাই যেখানে ফিতনার আশঙ্কা আছে সেখানে এই আমলটি করবেন না। বিশেষ করে তার স্বামীর উপর এই আমল করবে না।

(১৭) এমনকি অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য বানানোর জন্য উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ফযরের নামাযের পর আসমানের দিকে মুখ করে শুরু ও শেষে একবার করে দুর্কদ শরীফ পড়ে 'يَا هَيْدُ' ২১ বার পড়ুন।

(১৮) মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমলের অভ্যাস গড়ুন, আর ঘরের সদস্যদের মধ্যে যার ভেতর বেশি নম্রতা লক্ষ্য করবেন তার উপর যেমন আপনি যদি পিতা হন তবে সন্তানদের মাঝে অতি নম্রতা ও প্রজ্ঞার সাথে মাদানী ইনআমাতের আমল শুরু করান। আল্লাহ তাআলার দয়ায় ঘরে মাদানী পরিবর্তন এসে যাবে।

(১৯) নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিন মাদানী কাফিলায় আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নতে ভরা সফর করে ঘরের অধিবাসীদের মধ্যে মাদানী পরিবেশ তৈরীর অনেক মাদানী বাহার শূনা যায়।

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজের ফলাফল

- ১ এ মাসের অধিকাংশ দিন উল্লেখিত মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের চেষ্টা ছিল কি?
- ২ এ মাসের অধিকাংশ দিন কমপক্ষে ১২ বার লিখে কথাবার্তা বলেছেন কি?
- ৩ এ মাসের অধিকাংশ দিন কমপক্ষে ১২ বার ইশারায় কথাবার্তা বলেছেন কি?
- ৪ এ মাসের অধিকাংশ দিন কমপক্ষে ১২ বার চেহরায় দৃষ্টি দেয়া ব্যতীত কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেছেন কি?
- ৫ এ মাসের অধিকাংশ দিন কমপক্ষে ১২ মিনিট কুফলে মদীনার চশমা ব্যবহার করেছেন কি?
- ৬ এ মাসে আপনি আমীরে আহলে সুন্নত دائمة بروسنا لله এর কতটি রিসালা পাঠ করেছেন?
- প্রথম সপ্তাহ তৃতীয় সপ্তাহ মোট সপ্তাহ
- দ্বিতীয় সপ্তাহ চতুর্থ সপ্তাহ
- ৭ এই মাসে ৭২টি মাদানী ইনআমাত হতে কতটির উপর আমলের চেষ্টা ছিল?
- ৮ এই মাসে কতদিন ফিকরে মদীনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে?
- ৯ এই মাসে কতদিন মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?
- إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এই মাসে আশ্বরের দোস্ত আশ্বরের পিয়ারা
- আশ্বরের মানুষুরে নজর আশ্বরের মাহবুব হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। আগামী মাসে কমপক্ষে টি মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার চেষ্টা করব।

إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। আগামী মাসে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের চেষ্টা করব।

আমল করার সহজ পদ্ধতি

হিসাবের মধ্যে প্রত্যেক মাসানী ইনআম এর নিচে ৩০ দিনের হিসাব করে খালি ঘর দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ফিকরে মদীনা (অর্থাৎ গভীর চিন্তা ভাবনা) করে যে সমস্ত মাসানী ইনআমাত এর উপর আমল করার সৌভাগ্য হয়েছে, নিচে খালি ঘরে এই (<) চিহ্ন দিন আর আমল না হলে (o) চিহ্ন দিন। **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ধীরে ধীরে আমল ব্যক্তির সাথে সাথে অল্পে অল্পে প্রতি ঘণ্টা সৃষ্টি হবে।

ব্যক্তি শরীকে সহায়: (অবিবাহিতের ব্যাপারে) কিছুকণ সময়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা করা, ৬০ বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। (অলআমে সলীবিলি সুতুরী, পৃষ্ঠা-৩৬৫, হাদিস নং-৫৯৯৭)

অন্তরের সোজা: ইয়া অল্লাহ **اللَّهُمَّ** যে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাসানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন এই হিসাবলায় দেওয়া খালি ঘর পূরণ করে প্রত্যেক মাসে নিজ যেইলী মুশাগ্যারাত নিগরনকে জমা দেয়, তুমি তার আমলে দৃঢ়তা দান করে তাকে তোমার সৈক্যাতম বাশ্বা করে নাও।

মাসানী মাস ১৪ খ্রি

নাম:

পিতার নাম: বাশ্বা:

পূর্ণ ঠিকানা:

যেলী হালকা: হালকা: এলাকা/শহর:

আপনি ফিকরে মদীনা (অর্থাৎ ঘর পূরণ করার) জন্য কোন সময়ক নির্দিষ্ট করেছেন?

ফয়য়ানে মদীনা, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।